শারদা

ওই শুনি শূন্যপথে রথচক্রধ্বনি,
ও নহে শারদ মেঘে লঘু গরজন।
কাহার আসার আশে নীরবে অবনী
আকুল শিশিরজলে ভাসায় নয়ন!
কার কণ্ঠহার হ'তে সোনার ছটায়
চারিদিকে ঝলমল শারদ-কিরণ!
প্রফুল্ল মালতী বনে প্রভাতে লুটায়
কাহার অমল শুভ্র অঞ্চল-বসন!
কাহার মঞ্জুল হাসি, সুগন্ধনিশ্বাস
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তুলে শেফালি কামিনী।
ওকি রাজহংসরব, ওই কলভাষ?
নহে গো, বাজিছে অঙ্গে কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
ছাড়িয়া অনন্তধাম সৌন্দর্য-কৈলাস,
আসিছেন এ বঙ্গের আনন্দ-গিণী।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লেখা পত্রাবলীর কোনো-একটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে 'শারদা' শীর্ষক চতুর্দশপদী কবিতাটি পাওয়া যায়। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কার্তিক ১৩২৪ সংখ্যায় (পৃ ৫৭৭) প্রথমে মুদ্রিত হয়, পরে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ঊনত্রিংশ খণ্ডের (পৃ ৬২) অন্তর্ভুক্ত হয় (শ্রাবণ ১৪০৪)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com